ইনকিলাব ৮

ঢাকা শনিবার ১৪ ভাদ্র ১৪১৬, ২৯ আগস্ট ২০০৯

দারিদ্র্য সূচক এবং বাংলাদেশ

ড. এম. আজিজুর রহমান

পৃথিবীতে আর্থিক সচ্ছলতা, মানবিক উন্নয়ন বা মানুষের দারিদ্র্য ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি-মানুষ, ব্যক্তিবর্গ ও পরিবার, সমাজ, দেশ ও দশ এবং বিভিন্ন জাতিকে দারিদ্র্যের বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত বা ভাগ করতে পারি। ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও পরিবার ইত্যাদিকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন- সচ্ছল, অর্ধসচ্ছল এবং অসচ্ছল বা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত। এ ধরনের নানা বৈশিষ্ট্যের মানুষ ও পরিবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই বিদ্যমান। যেমন- UNDP কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত মানব উন্নয়ন ইনডেক্স বা সূচক অনুযায়ী ১৭৯টি দেশের ওপর চলতি একবিংশ শতাব্দির শুরুতেই আনুষ্ঠানিকভাবে একটি জরিপ চালানো হয়। যার ভেতর উন্নত মানব উন্নয়নের দেশের সংখ্যা ৭৫ অর্থাৎ শতকরা ৪২ ভাগ। শতকরা ৪৪ ভাগ দেশকে মধ্যম মানের মানব উন্নয়নের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সর্বনিম্ন মানের মানব উন্নয়নের দেশ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ বা ২৬টি দেশকে। এই ২৬টি দেশকে নিঃসন্দেহে দারিদ্র্যপীড়িত বা অনুন্নত দেশ হিসেবে শনাক্ত করা যায়। দারিদ্র্যপীড়িত দেশের গোত্রে রয়েছে টগো, নাইজেরিয়া, লেসোথো, উগান্ডা, এঙ্গোলা, টিমুর-লেসটি, জাম্বিয়া, বেনিন, মালয়ি, ইরিত্রিয়া, রুয়ান্ডা, আইভরি-কোস্ট, গিনি, মালি, ইথোপিয়া, চাদ, গিনিবসাও, বুরুন্ডি, বারকিনা ফাসে, নাইজার, মোজাম্বিক, লাইবেরিয়া, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকান ও সিয়েরা লিয়ন। এই দেশগুলো নিঃসন্দেহে দারিদ্র্যপীড়িত। এশিয়া ও ওশেনিয়া উপমহাদেশের ভেতরে মানব উন্নয়ন সূচকে সর্বোচ্চ ১০টি দেশের ভেতর রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড, ইসরাইল, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, সিংগাপুর, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং হংকং। সর্বনিম্ন দশটি দেশ তিমুর লেসটি, পাপুয়া নিউগিনি, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, ইয়েমেন, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এবং লাওস। প্রত্যাশিতভাবে এশিয়া ও ওশেনিয়া উপমহাদেশের দশটি সর্বনিম্ন দেশের ভেতরে বাংলাদেশ একটি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য পাপুয়া নিউগিনি, বাংলাদশ এবং নেপালের মানব উন্নয়ন ইনডেক্স সূচক (HDI) অতি কাছাকাছি, যথাক্রমে ০.৫১৬, ০.৫২৪ ও ০.৫৩০। আশার কথা উল্লেখিত মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) অনুযায়ী পাপুয়া নিউগিনির চেয়ে বাংলাদেশের উন্নতির হার সম্প্রতিককালে একটু হলেও বেশি। আমরা দরিদ্র বিধায় জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে প্রয়োজনীয় জ্ঞাননির্ভর ব্যক্তিত্ব গঠন করতে পারি না। মাথাপিছু আয় কম। সরকারের Tax এবং Non-tax মিলে রেভিন্যু ও উন্নয়ন বাজেট সীমিত। দারিদ্র্য বিমোচন থেকে শুরু করে সমাজ কল্যাণমুখী কার্যক্রম হাতে নিলেও বাংলাদেশ সরকার তা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে অপারগ। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র আয়তনের একটি জনবহুল দেশ। এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার বর্গকিলোমিটার ভৌগোলিক আয়তনের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৫০ জন লোক বাস করে। দেশের জনসংখ্যা কম-বেশি ১৪ কোটি ৪০ লাখ। উৎপাদনমুখী শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তার অপ্রতুলতা, সীমিত সংখ্যক বিনিয়োগকারী ও তাদের বিনিয়োগযোগ্য আর্থিক ক্ষমতার অভাব। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক দক্ষ শ্রমিক ও সচ্ছল কৃষকের অভাব। শিক্ষা, রাস্তা-ঘাট, গ্যাস, বিদ্যুৎ, খনিজ সম্পদ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি এবং উপকরণের অপ্রতুলতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ দারিদ্র্যপীড়িত। দারিদ্র বিমোচন করে ধনী ও দারিদ্র্যের পার্থক্য একটি সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসার মহৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও জাতি বা সমাজ ও সরকার ফলপ্রসূভাবে তেমন কিছুই করতে পারছে না।

১৪ কোটি ৪০ লাখ লোকের বেশির ভাগ বা শতকরা ৮০ ভাগ বা ১১ কোটি ৫২ লাখ লোক গ্রাম-বাংলায় বাস করে। তাই বলা হয় বাংলাদেশ গ্রামে বাস করে। মাত্র শতকরা ২০ ভাগ লোক বা ২ কোটি ৮৮ লাখ লোকের আবাসন শহরে। মনে হয় বাংলাদেশে কোন শহর থেকেও নেই। আবার শহরবাসীর অর্ধেকের একটু কম বা শতকরা ৪৩ ভাগ শুধু ঢাকা শহরেই বাস করে। দুই কোটি আটাশি লাখ শহরবাসীর ভেতরে ঢাকা শহরে বসবাস করে ১ কোটি ২৫ লাখ। বাংলাদেশের শহরবাসী লোকসংখ্যার অর্ধেকের একটু বেশি বা শতকরা ৫৭ ভাগ লোক ঢাকা শহর ছাড়া অন্যান্য শহরে বাস করে। তাই অনেকে বলতে চায় ১৪ কোটি ৪০ লাখ লোকের এই বাংলাদেশে ঢাকা একমাত্র শহর।

Human Development Index (HDI) বা মানব উন্নয়ন সূচক এবং Human Poverty Index (HPI) বা দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সূচক। মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) এবং দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সূচক (HPI) একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। HDI হ্রাস পেলে HPI বেড়ে যায়। আবার HDI বাড়লে HPI কমে যায়। একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবে দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সূচক বা HPI হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রার মানের পরিচায়ক এবং সূত্রটি UNDP কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত। একইভাবে মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) UNDP কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত। মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ণয়ে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করে তা হল- ১) মানুষের স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও আয়ুষ্কাল, ২) বয়স্ক শিক্ষা ও শিক্ষার হার, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বা সম্মিলিতভাবে সবগুলোর গড়পরতা বয়স্কশিক্ষা এবং ৩) দেশী ও বিদেশী মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার সমতা ও Purchasing Power Parity (PPP) অনুযায়ী জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি। বাংলাদেশে HPI-এর ওপিঠ হিসেবে HDI সূত্রটি নির্ণয় করে যা বের করা হয় তা হল বাংলাদেশের সূচক ০.৫২৪ যা, ১৭৯টি দেশের ১৪৭ নম্বর তালিকায় অবস্থিত অর্থাৎ HDI তালিকাভুক্ত দেশগুলোর শতকরা ৮২ ভাগের মধ্যে বাংলাদেশ আওতাভুক্ত। HDI সূত্রটি ১৯৯০ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার করে উদ্ভাবিত হয়। GDP বা একটি দেশের জাতীয় আয় বা গড়পরতা মাথাপিছু আয় থেকে মানুষের জীবনযাত্রার মানের আমরা শুধু সূক্ষ্ম ধারণা পাই। যেমন উপরিউক্ত সূত্র বা সূচক নির্ণয়ে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করছি ২০০৬ সালে মানুষের আয়ুষ্কাল ৬৩.৫ বছর। একই সময়ে ১৫ বছরের অধিক বয়সের বয়স্ক শিক্ষার হার ব্যবহার করা হয়েছে ৫২.৫%। ২০০৬ সালে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার গড়পরতা ভর্তির হার ধরা হয়েছে ৫২.১%। উপযোগিতার দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিকভাবে পরম GDP তুলনা করলে দেখা যায় মাথাপিছু আয় দৈনিক কম-বেশি ১.২৫ ডলার বা বছরে প্রায় ৫০০ ডলার। কিন্তু প্রকৃত উপযোগ, জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন এবং Purchasing Power Parity (PPP) ধরে হিসাব করলে দেখা যায় মানুষের মাথাপিছু আয় কম-বেশি ১০০০ ডলার।

মানব উন্নয়ন সূত্রটি একটি দেশের গড়পরতা মানব উন্নয়নের হার বের করতে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে মানুষের দরিদ্রতা সূত্রটি HPI উন্নয়নশীল দেশের জন্যে প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ব্যবহার করে থাকি তাহল প্রথমত দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সূচক (HPI)-কে আমরা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবে এবং এর সুষ্ঠ নির্ণয়ের স্বার্থে আমরা মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) ব্যবহার করে থাকি। দ্বিতীয়ত একইভাবে মানুষের স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও আয়ুষ্কাল, এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সংশ্লিষ্ট উপকরণগুলো ব্যবহার করা হয়। অত্র সূত্রে মানুষের গড়পরতা বয়স্ক শিক্ষা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সমন্বিত গড়পরতা তথ্যাদি কাজে লাগানো হয়। চতুর্থত মানুষের সুষ্ঠ ও সুন্দর জীবনযাত্রার তথ্যাদি নেয়া হয়।

দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সূচক বা (HPI) বাংলাদেশের জন্যে নির্ধারিত হয় ৩৬.৯। সর্বমোট ১৩৫টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে উপরিউক্ত HPI সূত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্যে নির্ধারিত স্থান হল ১১০ নম্বরে। দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সূচক বা Human Poverty Index সূত্রটি আরও যেসব উপকরণ কাজে লাগিয়েছে তা হল স্বাস্থ্য সুবিধা, হাসপাতাল ও চিকিৎসা সুবিধার অভাব ইত্যাদি। এ তথ্যটি নেয়া হয় সীমিত সংখ্যক কিছু লোকের জন্যে, যাদের আয়ুষ্কাল মাত্র ৪০। বয়স্ক শিক্ষার হারকে শিক্ষা বিষয়ক তথ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা নেই ধরে নিয়ে বলা যায় তাদের জীবনযাত্রার মান খুবই অনুন্নত। দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সূচক (HPI) বা সূত্রটি প্রয়োগে ৫ বছর বয়সের সেসব বাচ্চাদের তথ্য নেয়া হয় যাদের শারীরিক ওজন অপ্রত্যাশিতভাবে কম। এই দরিদ্রতার মানব সূচকটি ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন দারিদ্র্যপীড়িত দেশের অবস্থান কোথায় এবং বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় তা নির্ণয় করা হয়েছে। দরিদ্রতার মানব সূচকটি একটি দেশের দরিদ্রতা নির্ণয়ে ফলপ্রসূ ধারণা দিতে পারে বিধায় বেশির ভাগ লোকের কাছে এর প্রয়োগযোগ্যতা স্বীকৃতি পেয়েছে এবং সূচকটি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে।

লেখক ঃ ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি